দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

গতকাল শনিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া —ইত্তেফাক

জবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১২

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার আধিপত্য বিস্তার ও এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছে। এছাড়া তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের সঙ্গে পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়েছে। ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষে আহতরা হলেন সভাপতি গ্রুপের মিজানুর রহমান, শাওন আহমেদ, জামাল হোসেন, সালাউদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের গাফফার হোসেন, আরিফুর রহমান, সোহেল রানা, বাবু রায়, ফারুক চৌধুরী, মেজবাউদ্দিন, শহীদ আহমেদ ও আবুল কালাম। তাদের স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

ইত্তেফাকের জবি সংবাদদাতা জানান, গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মী সম্রাট পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় সভাপতি গ্রুপের মিঠু বাধা দেয়। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এ ঘটনার জের ধরে গতকাল বেলা ১১টার দিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ গ্রুপের কর্মীরা কলা ভবনের সামনে জড়ো হয়। একই সময় সভাপতি কামরুল হাসান রিপন গ্রুপের কর্মীরা শহীদ মিনার থেকে মহড়া দিয়ে কলা ভবনের সামনে এলে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ফলে গোটা ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটোছুটি শুরু করে। প্রায় আধাঘন্টা ধরে চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পরে সিনিয়র ছাত্রনেতাদের সহযোগিতায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কোতোয়ালী থানার ওসি সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রিপন বলেন, ছাত্রলীগের কিছু সুবিধাবাদী ও উচ্ছৃংখল কর্মী স্বার্থ হাসিলের জন্য এ হামলা চালায়। সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বলেন, ঘটনার সময় আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম না। তাই কিছু বলতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মেজবাউদ্দিন বলেন, আমরা ক্যাম্পাসে শান্তি চাই। পুলিশকে বলেছি, দোষীদের যেন ছাড় দেয়া না হয়। অপরদিকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ (২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

জবিতে ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ রোডের পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১০/১২টি বাস ভাংচুর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারায়ণগঞ্জ রুটের 'স্বপ্নীল' বাসটি মদনপুর বাসস্ট্যান্ডে থামে। বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালক ছাত্রদের তুলছিল। বাসটি বোরাক পরিবহন কাউন্টারের সামনে রাখার কারণে ছাত্রদের সঙ্গে কাউন্টারের স্টাফদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে পরিবহন শ্রমিকরা ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। এতে স্বপ্নীল বাসের চালকসহ ১০ জন আহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাস থেকে ফেরার পথে শনির আখড়া, রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ডের বোরাক পরিবহনের কাউন্টার ও ১০/১২টি বাস ভাংচুর করে।